১৬ নভেম্বর ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গত ১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচীর তফশিল ঘোষণা করেছে। উক্ত সময়সূচীর আলোকে আগামী ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে। আগ্রহী নাগরিকগণকে ভোটদানের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী সময়সূচির তফশিল ঘোষণার দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদনের মাধ্যমে "নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮" এর ১১ থেকে ১৫ নং বিধি অনুসরণ করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের "নির্বাচনী আইন" ট্যাবে "নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮" টি পাওয়া যাবে।

"নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮"এর লিংকঃ

http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,%20%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%AE.pdf

24/F, Sup Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong
Tel: (852) 28274278-9, Fax: (852) 28271916, E-mail: mission.hongkong@mofa.gov.bd

১১। **পোস্টাল ব্যালট পেপার সরবরাহ**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, যত শীঘ্র সম্ভব, অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে অধিকারী এবং যিনি উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুযায়ী দরখাস্ত করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করিবেন এবং একইসঙ্গে—

(ক) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে যে ভোটারের নিকট উহা প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার নাম, ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত ভোটার যাহাতে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে না পারেন উহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোট কেন্দ্রে প্রেরিতব্য ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বরের বাম পার্শ্বে "প" চিহ্ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) "ফরম-৮" এ একটি ঘোষণাপত্র;

(খ) "ফরম-৯" এ একটি খাম;

(গ) "ফরম-১০" এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম; এবং

(ঘ) "ফরম-১১" এ ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী।

(৩) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার তত্ত্বাবধানে বা যাহার মাধ্যমে কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরিত হয়, তিনি বিলম্ব না করিয়া উহা সঠিক প্রাপকের নিকট বিলি করা নিশ্চিত করিবেন।

(৪) পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার অধিকারী সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার উক্তরূপ সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সীলমোহর করিয়া রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম এবং কোন্ তারিখে তিনি উহা সীলমোহর করিয়াছেন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১২। **পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান**।—(১) পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দ্বারা টিক (√) চিহ্ন দিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিয়া উক্ত ভোটার তাহার নিকট, বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন প্রেরিত "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখিবেন।

(৩) ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার "ফরম-৮" এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি তাহার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করাইয়া লইবেন।

১৩। **নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান**।—(১) যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে ও "ফরম-৮" এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তাহার ভোট চিহ্ন প্রদান করাইতে এবং তাহার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন।

(২) অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তাহার সম্মুখে এবং তাহার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং "ফরম-৮" এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করিবেন।

১৪। **পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ**।—(১) বিধি ১১ এর অধীন প্রেরিত কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হইয়া ফেরৎ আসিলে রিটার্নিং অফিসার পুনরায় উহা ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারিবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে উহা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) বিধি ১১ এর অধীন ভোটারের নিকট প্রেরিত ব্যালট পেপার বা এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি, যদি তাহার অসাবধানতাবশতঃ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং তিনি যদি উহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেন এবং ভোটারের এইরূপ অসাবধানতার বিষয়টি যদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ভোটারকে অন্য একটি ব্যালট পেপার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে ফেরতকৃত ব্যালট পেপার ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র বাতিল করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর অনুরূপ বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বরও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১৫। **পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান**।—(১) বিধি ১২ এর অধীন কোন ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বা বিধি ১৩ এর অধীন ব্যালট পেপারে চিহ্ন ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করাইয়া "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (১) এ উল্লিখিত সময় শেষ হইবার পর যদি কোন ভোটারের নিকট হইতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করিয়া একটি আলাদা খামের ভিতর রাখিয়া দিবেন।

(৩) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী "ফরম ১২" অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করিবেন।

ফরম-৮

[বিধি ১১(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ভোটদাতা কর্তৃক ঘোষণা

(ভোটদাতা স্বয়ং যখন ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন, কেবলমাত্র তখনই এই দিকটি ব্যবহার করিতে হইবে)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ..... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি ।

ভোটদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....
গ্রাম/মহল্লা/রাস্তা .....
ইউনিয়ন/পৌর এলাকার নাম .....
উপজেলা/থানা .....
জেলা .....
ভোটার তালিকায় ভোটার ক্রমিক নং.....

(স্বাক্ষর সত্যায়ন)

উপরিউক্ত ফরমটি .....(ভোটদাতা) আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করিয়াছেন । তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সহিত পরিচিত*/আমার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত .....(সনাক্তকারী) তাহাকে আমার সন্তোষমত সনাক্ত করিয়াছেন ।

.....
সনাক্তকারী থাকিলে তাঁহার নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা ঃ .....

.....

তারিখ ঃ ..... সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

পদবী .....

ঠিকানা .....

(ভোটদাতা স্বয়ং স্বাক্ষরদানে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ..... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি ।

ভোটদাতার পক্ষে সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ ঃ .....

পদবী .....

কর্মস্থল .....

ঠিকানা ঃ .....

প্রত্যয়নপত্র

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন প্রদান করিতেছি যে,-

(১) উপরে উল্লিখিত ভোটদাতা আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত*/আমার সন্তোষমতে আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত .....(সনাক্তকারী) কর্তৃক সনাক্ত হইয়াছেন;

(২) আমি নিশ্চিত হইয়াছি যে, ভোটদাতা নিরক্ষর ।*/ ..... রোগে পংগু এবং স্বয়ং রেকর্ড করিতে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অক্ষম;

(৩) তিনি আমাকে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এবং তাঁহার পদ হইতে উপরিউক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করেন; এবং

(৪) তাঁহার উপস্থিতিতে এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমি ব্যালট পেপারে চিহ্নিত করিয়াছি এবং তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি ।

.....

তারিখ ঃ ..... সনাক্তকারী (যদি থাকে) এর নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা .....

** যেসব শব্দ প্রযোজ্য নয়, উহা কাটিয়া দিন ।*

ফরম-৯
[বিধি ১১(২)(খ) দ্রষ্টব্য]

ক

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নং .....

ফরম-১০
[বিধি ১১(২)(গ) দ্রষ্টব্য]

খ

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

পোস্টাল ব্যালট পেপার

(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম .....

প্রত্যয়ন করা গেল যে, এই খাম বিলি করার জন্য ..... তারিখে পাওয়া গেল ।
(তারিখসহ পোস্টাল সীল দিন)

প্রাপক
রিটার্নিং অফিসার
*.....
.....
.....

* এইখানে রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ ঠিকানা দিন ।

ফরম-১১

[বিধি ১১(২)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটদাতার অবগতির জন্য নির্দেশাবলী

এই সংগে প্রেরিত ব্যালট পেপার যাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যালট পেপারে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী। আপনি ভোট দিতে ইচ্ছুক হইলে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চান, তাঁহার নাম ও প্রতীক চিহ্নের স্থানে অথবা "উপরের কাহাকেও নহে" এর বিপরীতে ক্রস (×) চিহ্নিত স্থানে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে একটি টিক (√) দ্বারা আপনার ভোট প্রদান করিবেন। অতঃপর আপনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালন করিবেন ঃ—

(ক) ব্যালট পেপারে আপনার ভোট চিহ্নিত করার পর ব্যালট পেপারটি এই সংগে প্রেরিত 'ক' চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটিতে রাখুন; খামটি বন্ধ করুন এবং সীলমোহর করিয়া বা অন্যভাবে উহাকে নিরাপদ করুন।

(খ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে আপনার স্বাক্ষর সত্যায়ন করিবার মত যোগ্য কোন গেজেটেড অফিসার বা কমিশন্ড অফিসারের সম্মুখে এই সাথে প্রেরিত "ফরম ৮-এ" প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করান।

(গ) যদি নিরক্ষতা বা অক্ষমতার কারণে উপরে উল্লেখিতভাবে স্বয়ং ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে উপরে (খ) দফায় বর্ণিত যে কোন অফিসার কর্তৃক আপনার পক্ষে আপনার ভোট চিহ্নিত করাইতে ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন। এইরূপ একজন অফিসার আপনার অনুরোধে আপনার সম্মুখে ও আপনার ইচ্ছা অনুসারে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন। আপনার পক্ষে তিনি প্রয়োজনীয় প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন।

(ঘ) উপরে (খ) দফা মোতাবেক আপনার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার পর ও আপনার স্বাক্ষর সত্যায়িত করার পর ঘোষণাটি ও ব্যালট পেপার পূর্ণ 'ক' চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটি 'খ' চিহ্নিত বৃহত্তর খামের মধ্যে রাখুন। বৃহত্তর খামটি বন্ধ করার পর ডাকযোগে তাহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন।

(ঙ) আপনি অবশ্যই নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, অনুচ্ছেদ ৩৭(১) মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যাহাতে খামটি তাহার নিকট পৌঁছে।

(চ) অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখিবেন যে,

(১) যদি আপনি উপরে উল্লেখিতভাবে আপনার ঘোষণাপত্র সত্যায়িত করাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপনার ব্যালট পেপারটি নাকচ করা হইবে; এবং

(২) যদি ৩৭(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে খামটি রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছায়, তাহা হইলে আপনার ভোট গণনা করা হইবে না।